দেশের ক্ষতি দুই কোটি টাকা

বাংলাদেশে জলাতঙ্ক রোগ প্রতিরোধের জন্য র‍্যাবিস ভ্যাকসিন ব্যবহৃত হয়। এটি একটি জীবন রক্ষাকারী ভ্যাকসিন। প্রতি বছর বাংলাদেশ সরকার দুই লক্ষাধিক ভায়াল ভ্যাকসিন ক্রয় করে থাকে। সম্প্রতি ২০১৩-১৪ অর্থবছরে সরকারিভাবে ১ লাখ ৫৫ হাজার ভায়াল ভ্যাকসিন ক্রয় করার জন্য সেন্ট্রাল মেডিক্যাল স্টোরস ডিপোর্ট, তেজগাঁও, ঢাকা একটি দরপত্র আহ্বান করে। যার Invitation Tender No-CMSD/G-1309 (ICB)/2013-14/D-3/12, Dated 13-11-2013, Package No : G-1309. উক্ত দরপত্র আহ্বানে অংশগ্রহণ করে Chiron Behring Vaccines Private Ltd., India-এর পক্ষে রেনেটা লিমিটেড। তারা Package-এর মূল্য দেয় ৭ কোটি ৪৪ লাখ টাকা। অন্য সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান এসএস সাইনটিফিক করপোরেশন Package-এর মূল্য দেয় ৮ লাখ ১৯ হাজার ৯৫০ ইউএস ডলার, যা বাংলাদেশি ৮০ টাকা হারে ৬ কোটি ৫৫ লাখ ৯৬ হাজার টাকা এবং বাংলাদেশের এই ভ্যাকসিন উৎপাদনকারী একমাত্র প্রতিষ্ঠান 'ইনসেপটা ভ্যাকসিন লিমিটেড' এই Package-এর মূল্য দেয় ৫ কোটি ৪৪ লাখ টাকা। সর্বনিম্ন দরদাতা দেশি একমাত্র প্রতিষ্ঠান 'ইনসেপটা ভ্যাকসিন লিমিটেড' হওয়া সত্ত্বেও সর্বোচ্চ দরদাতা Chiron Behring Vaccines Private Ltd., India-এর পক্ষে রেনেটা লিমিটেডকে প্রায় ২ কোটি টাকা অধিক মূল্যে Memo No : CMSD/Proc-18HPNSDP/G-1309/ICB/2013-14/D-3/3297/1(10) Dated-18-05-2014 এর মাধ্যমে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। একই অধিদপ্তরের অন্য একটি দরপত্র Invitation IFB NO : CMSD/G-1320(ICB)-2013-14/D-5/14, Dated 24-11-2013 Supply of Immunological Products & Vaccine-এ চার প্রকার ভ্যাকসিনের জন্য দরপত্র আহ্বান করা হয়। এতে দুই প্রকারের জন্য কোনো WHO Prequalification Certificate চাওয়া হয়নি এবং দুই প্রকারের জন্য WHO Prequalification Certificate চাওয়া হয়েছে। এর মধ্যে Rabies Vaccine-এর অনুরূপ Rabies Immunglobulin-এর ক্ষেত্রে WHO Prequalification Certificate চাওয়া হয়নি। এটা কী করে সম্ভব? এতে প্রতীয়মান হয় যে, একটি স্বার্থান্বেষী মহল বড় অঙ্কের উৎকোচ গ্রহণ করে Chiron Behring Vaccines Private Ltd., India-এর পক্ষে রেনেটা লিমিটেডকে কাজটি পাইয়ে দিয়েছে। এতে দেশের প্রায় দুই কোটি টাকা ক্ষতি হবে। বিষয়টি তদন্ত করে দোষী ব্যক্তিকে চিহ্নিত করা প্রয়োজন বলে পর্যবেক্ষকমহল মনে করে।

মোদি-তারেক কানেকশন!

ভারতে বিজেপি নেতৃত্বাধীন জোট ক্ষমতায় আসার পর আলোচনায় উঠে এসেছেন তারেক রহমান। জানা গেছে, লন্ডন প্রবাসী তারেক রহমানের সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে ভারতের নতুন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির। ভারতের নির্বাচনে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন জোট শোচনীয়ভাবে পরাজিত হওয়ার পর থেকে আওয়ামী লীগে নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে। মোদি সরকার বর্তমান আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন সরকারের প্রতি সমর্থন রাখবে নাকি প্রত্যাহার করে নেবে এ নিয়ে সর্বত্র আলোচনার ঝড় বইছে। জানা গেছে, ভারতের শীর্ষ গোয়েন্দা সংস্থার প্রভাবশালী ব্যক্তির সঙ্গেও তারেক রহমানের ব্যক্তিগত সম্পর্ক রয়েছে। এ কারণে আওয়ামী লীগ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে। অন্যদিকে তারেক রহমান নতুন করে আলোচনায় উঠে এসেছেন।

মন্ত্রী হওয়ার মিশন

বেশ কিছুদিন ধরেই গুঞ্জন রয়েছে মন্ত্রিসভায় পরিবর্তন আসছে।

নতুন করে তিনজন প্রতিমন্ত্রী ও একজন মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিতে পারেন। এ রকম আভাস পেয়ে তৎপরতা বাড়িয়েছেন সাবেক দুই মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী। আওয়ামী লীগ অফিস সূত্রে জানা যায়, সাবেক বন ও পরিবেশমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ ও সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডা. দীপু মনি নানাভাবে লবিং করছেন। ড. হাছান মাহমুদ প্রতিদিনই সাইনবোর্ডসর্বস্ব সংগঠনের ব্যানারে নানা সভা, সেমিনার, মানববন্ধনে অংশ নিয়ে বক্তব্য রাখছেন। চটকদারি কথা বলে দলীয় সভানেত্রীর কৃপাদৃষ্টি পাওয়ার চেষ্টা করছেন। ডা. দীপু মনি প্রতিদিন ছুটে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন গণভবনে। সেখানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থেকে দৃষ্টিতে আসার চেষ্টা করছেন। দুই সাবেক প্রতিমন্ত্রী অ্যাডভোকেট শামসুল হক টুকু ও জাহাঙ্গীর কবির নানক প্রতিদিন ছুটে যান গণভবনে। তাছাড়া সভানেত্রীর ধানমণ্ডির কার্যালয়েও তৎপরতা বাড়িয়েছেন তারা। এসব ছোটাছুটির উদ্দেশ্য প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা ও মন্ত্রিসভায় ঠাঁই করে নেয়া। তবে এদের বিরুদ্ধে দুদক তৎপর থাকায় শেষ পর্যন্ত মনোবাঞ্ছনা পূরণ নাও হতে পারে।

ইন্টারপোল রেড নোটিশে ৬০ আসামি

ইন্টারপোলের রেড নোটিশে ঝুলছে অভিযুক্ত ৬০ বাংলাদেশির নাম। তারা হলেন– নূর হোসেন ওরফে হোসেন চেয়ারম্যান, ওমর ফারুক কচি, আলম তাওফিক, আতাউর রহমান আতা, নাসির উদ্দিন রতন, বুরহানউদ্দিন বুরহান, আমিন রসুল সাগর ওরফে টোকাই সাগর, ইউসুফ, আহমেদ হারিস, মিয়া চান ওরফে মিয়াজান, শাহাদাৎ হোসাইন, আজিজ, মোস্তাক, মালাকার স্বপন, শেখ হারুন, প্রসন্ন সরদার, খোরশেদ আলম, মনোতোষ বসাক, প্রকাশ কুমার বিশ্বাস, শৈলেন্দ্র নাথ বিশ্বাস, সুজিত সুলতান, ইকরাম নাঈম খান, গোলাম ফারুক অভি, সাইফুল হোসাইন, আহমেদ কবির, সুব্রত বাইন, সরাফত হোসেন, মোবারক হোসেন, মিন্টু, সালাহউদ্দিন, মাওলানা তাজউদ্দিন, আবদুল জব্বার, আমান উদ্দিন শফিক, জাফর আহমেদ, নবী হোসেন, শহীদুল ইসলাম, তানভীরুল ইসলাম জয়, শামীম আহমেদ, কালা জাহাঙ্গীর, মোল্লা মাসুদ, আনসার নজরুল, আবুল কালাম আজাদ, এম রাশেদ চৌধুরী, কর্নেল (অব.) আবদুর রশিদ খন্দকার, মে. (অব.) নূর হোসেন চৌধুরী, মে. (অব.) শরিফুল হক ডালিম, আহমেদ আকাশ পিয়ার, রফিকুল ইসলাম, মজনু আহমেদ, কিসমত হাশেম খান, মোসলেম উদ্দিন, নাজমুল মাকসুদ ও নজরুল দিপু। এদের মধ্যে অনেকের নাম ১০ থেকে ১২ বছর ইন্টারপোলে ঝুলছে কিন্তু গ্রেফতার হননি। আবার সুব্রত বাইন, জয়, মোল্লা মাসুদসহ অনেকেই বিদেশে গ্রেফতার হলেও তাদের দেশে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়নি। ■